Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ২য় পত্র

'মানবধর্ম'

---

১. গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে, তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
ক) লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য কী?
খ) 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ) উদ্দীপকে 'মানবধর্ম' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর।
ঘ) "উদ্দীপকের শিক্ষাই 'মানবধর্ম' কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. লেখা নেই রক্তে ধর্ম জাতি গোত্র বর্ণ ভেদ;
তবু কেন এত চলে হানাহানি মানবতা বিচ্ছেদ?
উদার আকাশ, আলো ও প্রকৃতি ফুসফুস জুড়ে বায়ু
মানবধর্ম দান করে সবে শাশ্বত পরমায়ু।
ক) লালন শাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
খ) গঙ্গাজল ও কূপজল ভিন্ন নয় কেন?
গ) উদ্দীপকের কবিতাংশ 'মানবধর্ম' কবিতার সঙ্গে কিভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা করো।
ঘ) উদ্দীপকের কবিতাংশের এবং 'মানবধর্ম' কবিতার মূল সুর এক। মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

৩. রাম রহিম কিংবা এন্থুনি আমাদের দেশে তিনটি নাম শুধু। খাদিজার দুঃখে যেমন ইন্দুবালা কাঁদে,তেমনি রামের পাশে দাঁড়ায় রহিম অথবা এন্থুনি। এই আমাদের বাংলাদেশ। সবাই মিলে ভালো থাকাটাই আমাদের শিক্ষা। আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে পৌঁছে দিচ্ছে অনন্য এক উচ্চতায়। যেখান থেকে তাকালে সবাইকে সমান মনে হয়। সব মানুষকে আপন মনে হয়। আমরা শুধু একটি দীক্ষায় দীক্ষিত হই, - ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ভালোবাসা সবার জন্য।
ক) লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য কি?
খ) 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়'- বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ) উদ্দীপক এবং 'মানবধর্ম'-কবিতার মধ্যকার সাদৃশ্য তুলে ধরো।
ঘ) বিভেদহীন সমাজ গঠনে ভাতৃত্ববোধের গুরুত্ব 'মানব ধর্ম' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।